

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Issue cover not available

Vol. 17 | No. 2 | 1974

 Check for updates

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : ১৩০৮-১৩১২

Volume	17
Issue	2
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অমিত্রসেন্দেন ভট্টাচার্য
Published online	February 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v17i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i2.5
Pages	65-90
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : ১৩০৮-১৩১২

অমিত্রসুন্দর ভট্টাচার্য

“আমার ঘোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥”

বঙ্গদর্শন ১৩১২-আশ্বিন

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। ১২৮২-এর চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিম কর্তৃক এই পত্রিকা সম্পাদিত হয়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১২৮৪র বৈশাখ থেকে ১২৮৫র চৈত্র, ১২৮৭র বৈশাখ থেকে ১২৮৮র আশ্বিন এবং ১২৮৯র বৈশাখ থেকে চৈত্র—এই সময়কাল বঙ্গদর্শনে সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থলে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মর্দিত হয়, যদিও পত্রিকা-পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেই।* ১২৮৪ থেকে ১২৮৯র মধ্যে ১২৮৬র বৈশাখ থেকে চৈত্র এবং ১২৮৮র কার্তিক থেকে চৈত্র—এই কয় মাস পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সঞ্জীবচন্দ্রের পর ১২৯০র কার্তিক থেকে মাঘ—এই চার মাস শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে আর বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়নি। ১২৩০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র বঙ্কিমের মৃত্যু ঘটে ; এর ঠিক সাত বৎসর পর ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন নবপর্যায় আকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যখন একটি নতুন প্রভাতের মত বঙ্গদেশে উদ্ভূত হয় রবীন্দ্রনাথ তখন একাদশবর্ষীয় বালক। জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই জানেন, কবি ছিলেন তখন থেকেই

* বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ও পরে পরিচালিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে বর্তমান প্রবন্ধকার কর্তৃক রচিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন’ শীর্ষক গ্রন্থে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার একজন নিয়মিত কৌতুহলী পাঠক। যে পত্রিকার সম্পাদনভার একদা রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, এবং যে দায়িত্ব তিনি সদ্দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল বহন করেছিলেন, সেই পত্রিকা বঙ্কিমের হাতে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কবি তাকে কিভাবে গ্রহণ করেন, কবির মনোভূমিতে বঙ্গদর্শনের স্থান ছিল কতখানি তা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রথমে জানা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্গদর্শন পত্রিকার যোগ বঙ্গদর্শনের জন্মসূত্র থেকেই। তাই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ শব্দ পরবর্তীকালের সম্পাদকমাত্র নন, তিনি বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের একজন আদি পাঠকও।

“ছেলেবেলা” গ্রন্থের মধ্যে কবি লিখেছেন, “তখন বঙ্গদর্শন-এর ধর্ম লেগেছে—সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দপতর বেলায় কারও ঘরম থাকত না। আমার সর্বাধিক ছিল, কাড়া-কাড়ি করবার দরকার হত না—কেননা, আমার একটা গদ্য ছিল—আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম; আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুন ভালোবাসতেন।”

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের কথা আলোচনার পূর্বে বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন সম্পর্কে কবির কিরূপ মনোভাব ছিল, তা লক্ষ্য করা আবশ্যিক। এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন সম্পর্কে কবির নিজের কয়েকটি মন্তব্য প্রথমে সংকলিত হল।

ক. পূর্বে কি ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মদহৃতেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই সর্পি —কোথায় গেল ‘বিজয়বসন্ত’, সেই গোলেবকাওলি’, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের বর্ষার মত ‘সমাগতো রাজবদন্ততধ্বনিঃ’। এবং মদসলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নিব্বাণীগণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র, বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাব কলরবে মদধারিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

—আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ

খ. বঙ্গদর্শন যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাঙ্গালার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাঙ্গালা একবার নিদ্রোখিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবলোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসদ্ব্য লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পদক অনভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালির প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্য মরুভূমিতে হইতেছিল।

—সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত আলস্য ও সাহিত্য প্রবন্ধ

গ. বঙ্গদর্শন এবং বঙ্কিমের রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্যে বাংলাদেশের মেয়ে-পুরুষের মনকে এককাল থেকে অন্যকালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষার রূচিতে পূর্বকালবতী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল।

—সাহিত্যের পথে গ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চাশোদ্বম প্রবন্ধ

ঘ. যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? যুরোপের দর্শনে বিজ্ঞাপনে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসন্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাহার সন্দর সাক্ষাৎ লাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাহাকে আমাদের বন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

—শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধ

[দুই]

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকরূপে বঙ্গদর্শন পত্রিকা পরিচালনা করেন। কবির জীবনোতিহাসে এইটিই দীর্ঘতম সম্পাদনার কাল হিসাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকজীবনের সূত্রপাত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নয়। এর পূর্বে তিনি আরও দুটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গদর্শনের পূর্বে সাধনা ও ভারতী, এবং বঙ্গদর্শনের পর ভাণ্ডার ও তত্ত্ববোধিনী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনকাল নিম্নে প্রদত্ত হল।

পত্রিকা

সম্পাদনকাল

সাধনা

১৩০১ অগ্রহায়ণ—১৩০২ কার্তিক

ভারতী

১৩০৫ বৈশাখ—১৩০৫ চৈত্র

বঙ্গদর্শন

১৩০৮ বৈশাখ—১৩১২ চৈত্র

ভাণ্ডার

১৩১২ বৈশাখ—১৩১৪ আষাঢ়

তত্ত্ববোধিনী

১৩১৮ বৈশাখ—১৩২১ চৈত্র

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকজীবনের ইতিহাস যেমন সংকলনযোগ্য, তদ্রূপ তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীয় সম্পাদকজীবনের কথা বিবৃত করেছেন তাঁর আত্মপরিচয় নামক রচনার পরিশিষ্টে। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি :

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সদ্ধীনন্দনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসর ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।...

মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সদরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই।

[তিন]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অন্তর্জ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের উৎসাহ অনুরোধ ও আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'নিবেদনে' লেখেন :

বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য সংসারে ধ্বংস হইলাম। সর্বোত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না... এক্ষণে রাজকার্যে পলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহু দূরে [ডালটনগঞ্জ, পালামৌ] অবস্থিতি করিতেছি। সেই জন্য অন্তর্জ শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এই শৈলেশচন্দ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২র চৈত্রে সম্পাদনকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলে শৈলেশচন্দ্র সম্পাদকরূপে দীর্ঘকাল পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর বঙ্গদর্শন, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনা ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে নানা সময়ে (১৩০৭—১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১৯০১—১৯০৮ খ্রীঃ) বিভিন্ন জনকে চিঠিপত্রের মধ্যে যা বলেছেন তা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এগুলির মধ্য দিয়ে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় লাভ করা যায়।

ক. তোমার বঙ্গদর্শনের প্রস্তাব শৈলেশের কাছে পূর্বেই শুনিয়াছি। শৈলেশ আজকাল এই সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ে খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

তাহার উদ্যম যথেষ্ট আছে ব্যবসায় বৃদ্ধিরও অভাব নাই, সহায়ও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। সদতরাং সফলতার আশা করা যাইতে পারে।

—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত, [১৯০১]

খ. শৈলেশ্বর বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন—সেজন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিব্যসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে—এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে ?

—খ.-ও প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত, [১৩ ? মার্চ ১৯০১]

গ. সাহিত্যারণ্যে দীর্ঘকাল বনবাস যাপন করেছি—এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের খুব দরকার ছিল—তারপরে রাজত্বলাভের দাবী করতে পারতুম—কিন্তু বঙ্গদর্শন ভারতী আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ করেছে—এ সময়ে আমার কিছুতেই বেরতে ইচ্ছা করছে না।... বঙ্গদর্শন যদি বের হয়, তোমাকে ত আসরে নাওতেই হবে—হাল বঙ্গদর্শন বৈঠকে তোমার একটা গদি ত পড়বেই—কিন্তু তোমার ঋণের ঋণের যে রকম লম্বা ফর্দ দেখা গেল তাতে সে গদি দীর্ঘকাল শূন্য থাকবার আশংকা দেখছি।

—১৮ মার্চ ১৯০১, ৫ চৈত্র ১৩০৭

ঘ. শ্রীশরাদ্দ পালানো থেকে বঙ্গদর্শনের তাগিদ লাগিয়েছেন—আমি কোথায় পালানো? দই ভাইয়ে মিলে নিকটে এবং দূরে থেকে আক্রমণ করবে—এবারে বোধ হয় মরণং ধুবং।

—[মার্চ ১৯০১]

ঙ. কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি—এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক লইবার জন্য শ্রীশ শৈলেশ্বর দই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দকের দই চোঙ ভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বসিত হইয়াছে—কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশ্বকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি।

—২৪ মার্চ ১৯০১, ১১ চৈত্র ১৩০৭

চ. বিনোদিনী লিখতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন, ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষাপত্রটি আমার দ্বারে ফেরাচ্ছেন। এমন করলে আমি ত আর বাঁচিনে।

—[মার্চ ১৯০১]

ছ. আজ শৈলেশ আসবার কথা আছে—তাকে সবিনয়ে বঙ্গদর্শন থেকে বিরত করবার [জন্যে] ডেকে পাঠিয়েছি—হতভাগ্য দেশে প্লেগ বাড়ছে এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। এখন দর্ভিক্ষ এবং মারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল—এখন কে বসে বসে মাথামুণ্ড রচনা করবে—আর কেই বা বসে বসে মাথামুণ্ড পড়বে ?

—[মার্চ ১৯০১]

জ. আমার কম্পনা গ্রীষ্ম ঋতুতে ফোটে, বর্ষা এবং শরৎ পর্যন্ত থাকে তারপর ঝরতে থাকে। সেই জন্যে সম্বৎসর নিয়মিত যোগান দেবার কোন ভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব—সেই জন্যেই সম্পাদক হওয়াটা আমার লাইনে নয়— কারণ পঞ্জিকার মাস আমার কম্পনা বিকাশের জন্যে অপেক্ষা করে না এবং স্ট্রুপিড মাসিক পত্র পঞ্জিকার মাস অনদসারেই চলতে চায় সম্পাদকের সুযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনো খবর পাইনি। তার আসবার কথা ছিল—আসেনি, এবং কেন আসেনি তারও কোন কৈফিয়ত দেয়নি। তুমি, নগেন্দ্র গদগুপ্ত, এবং চন্দ্রশেখর মদখর্যের মধ্যে তারা দৌদলায়মান। তোমার নিত্য অব্যবস্থিত ব্যস্ততার জন্যে তারা শঙ্কিত—নগেন্দ্র গদগুপ্তকে শৈলেশ ভয় করে এবং চন্দ্রশেখরের উপরেও বড় ভরসা নেই—অতএব আপাততঃ বঙ্গদর্শনের রাজসিংহাসন শূন্য আছে বলেই বোধ হচ্ছে—তুমি টপ করে চ’ড়ে বস না।

—[এপ্রিল ১৯০১]

ঝ. শৈলেশ এসেছে। অতএব চিঠিপত্র লেখা কঠিন। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি হব এমন আশঙ্কামাত্র নেই। তবে—

বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
কাঁচা আমগরলো রহে গো পাড়িতে—

শৈলেশ সেই রকম তাগিদের চোটে মাঝে মাঝে আমার কাঁচা লেখাগরলো পেড়ে নিতে ছাড়বে না বলেই বোধ হচ্ছে।

—[১৯০১]

ঞ. এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের দরখাস্তও পেশ করি। লেখা না পেলে মারা যাব— কারণ, আমি বিচিত্র টানাটানিতে লেখবার সময় করে উঠতে পারিচিনে।

—[মে ১৯০১]

ট. আমার মর্মান্বল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস হয় না।

—ট.চ. দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত, [মার্চ ১৯০২] ১৬ ফাল্গুন ১৩০৮

ঠ. আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কান্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদক-ধর্মসঙ্গত হইবে কি না তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

—[এপ্রিল ১৯০২] ১৩ বৈশাখ ১৩০৯

ড. অধ্যাপনা এবং ‘চোখের বালি’র উপসংহারেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি আর একবার পড়িয়া ফেলিয়াছি এবং পুনর্বীর নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্যেষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে যদি সমালোচনা না যায় তবে আপনি আমাকে দরমো দিবেন।

—[মে ১৯০২] ২০ বৈশাখ ১৩০৯

ঢ. ‘উদয়তি যদি ভানঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে’ ইত্যাদি শ্লোক মনে আছে? সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই—সূর্য পূর্ব দিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মন্ত হইয়াছে—বঙ্গদর্শনের এক ফর্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনাযোগ্য অনেক কথার অবতারণা করিয়াছি।

—[মে ১৯০২] ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

ণ. এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গদর্শন এক মহত্ব স্বক্ধ ছাড়েনি। এই অল্প দিন হল চোখের বালি সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি। কিন্তু রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ—একটা চর্চকিয়ে আর একটা আক্রমণ করতে হয়—ফের আর একটা গল্প লিখতে হবে। যাই হোক অসুখের আশ্বিন মাস পর্যন্ত চোখের বালিই আসর অধিকার করে থাকবে।

—প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত, [৩০ মে ১৯০২]

ত. এখন থেকে বঙ্গদর্শনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। একটা গল্প না ধরলে পাঠকরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।

—মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত, [২৫ মার্চ ১৯০৩] ১১ চৈত্র ১৩০৯

থ. বঙ্গদর্শনের জন্য কিছুর লেখ না কেন? বঙ্গদর্শনের সম্পাদক লইয়া অর্ধ অদৃষ্ট আমাকে বিবিধ উপায়ে একটা গহ্বর হইতে আর একটা গহ্বরের মধ্যে টানিয়া ফেলিতেছে। তবু ভরসা করিয়া নৌকাডুবি লিখিতে বসিয়াছি। শেষকালে সত্যই ডুবি না হয়—ভালয় ভালয় গল্পটাকে ঘাটে পেঁচিয়া দিতে পারিলে বাঁচি (নিমতলার ঘাটে নয়)।

—থ.-দ. শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত, [মার্চ ১৯০৩]

দ. বৈশাখের বঙ্গদর্শনের জন্য একটা বড় গল্পের প্রথমংশ লিখিয়া পাঠাইতেছি। তুমিও কিছুর লিখিবার উদ্যোগ করিয়ো।

—[এপ্রিল ১৯০৩] ২১ চৈত্র ১৩১০

ধ. বঙ্গদর্শনকে ভুলবেন না।

—ধ.-ন. মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত, [৮ আগষ্ট ১৯০৩] ২৩ শ্রাবণ ১৩১০

ন. আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি কম লোক নই—অতএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চলবে না।

—১৬ আগষ্ট ১৯০৩, ৩২ শ্রাবণ ১৩১০

প. ‘আমার জীবন’ পুস্তকখানি [রাসসুন্দরী দাসী লিখিত] উপাদেয়। শরীর তাজা থাকিলে সমালোচনা করিতাম। সমালোচনার ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন। এরূপ গ্রন্থ গোপনে থাকিবার কোন কারণ দেখি না। বঙ্গদর্শন ত পাই নাই—আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?

—প.-শ. দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত, মার্চ [১৯০৪] ৯ চৈত্র ১৩১০

ফ. বঙ্গদর্শন সমিতির কথা বলিয়াছি। যতীও উপস্থিত ছিলেন। আগামী রবি-বারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন—আপনি সেক্রেটারি। মহারাজ আজ লিখিয়াছেন—‘বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে... ৫০ টাকা আপনার কর্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে’। অতএব নিশ্চিত হইবেন। শৈলেশের নিকট হইতে কাগজপত্র সমস্ত লইবেন—যতী আপনাকে Review of Reviews পত্রিকা দিবে—আরো দুই একটা ইংরাজি মাসিকের যোগাড় করিতে পারিলে ইংরাজি বাংলা সাহিত্যে মিলাইয়া আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গকে উপাদেয় করিতে পারিবেন।

—[এপ্রিল ১৯০৪] ১১ বৈশাখ ১৩১১

ড. আপনাকে Hindustan Review পাঠাইয়া দিলাম। যতীকে লিখিয়া দিলাম আপনাকে Review of Reviews খানা পাঠাইয়া দিতে। যদি Spectator কাগজখানা জোগাড় করিতে পারা যায় তাহা হইতে লেখ্য বিষয় অনেক পাওয়া যায়। আমি মর্নিংভাসিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকা-ডুবিও আজ শেষ করা গেল। বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে—আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন—আমার আর সাধ্য নাই।

—[মে ১৯০৪] ২১ বৈশাখ ১৩১১

ম. মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই—শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে—আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পূর্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া আর একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলবে। যতী লিখিয়াছে আপনাকে Review of Reviews দিয়াছে। Academy Spectator প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে অনেক আলোচ্য বিষয় থাকে। হেমবাবু (হেম মল্লিক) Academy প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ লইয়া থাকেন [য]দি যথাসময়ে ফেরৎ দিবার আশা [দি]য়া এই কাগজগুলি আপনি দেখিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন [ত] কেমন হয়? সমিতির অধি-বেশনটা নিয়মমত চালাইবেন।

—[মে ১৯০৪] ২৯ বৈশাখ ১৩১১

য. এখানে আসিয়া সতীশের ‘গুরুদক্ষিণা’ গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াছি—আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।

—[জুন-জুলাই ১৯০৪] আষাঢ় ১৩১১

র. ভারতী ও বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা আমার পক্ষে সম্প্রতি অসাধ্য হইয়াছে।

—[আগষ্ট ১৯০৪] [২৮ শ্রাবণ ১৩১১]

ল. আজ দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজিউৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সন্নিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছে হইতে লইয়া দেখিবেন। এখানে [গিরিধি] আসিয়া অবধি রচনাকার্য যে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। এখনো আমার কম্পনাশক্তি প্রসঙ্গ আছে।

—[আগষ্ট ১৯০৪] ১১ ভাদ্র ১৩১১

শ. এবারে ‘নৌকাডুবি’ লেখা শেষ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। আশ্বিন ও কার্তিক মাসের লেখা শৈলেশের কাছে পাঠাইয়াছি। অঘ্রাণেরটাতে হাত দিয়াছি।

মনে হইতেছে মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত চলিতেও পারে—হয়ত বা এ বৎসরটা কাটিয়া যাইবে।
অঘ্যণের সংখ্যায় রমেশের সাক্ষাৎ পাইবেন।

—[সেপ্টেম্বর ১৯০৪] ২০ ভাদ্র ১৩১১

য. বঙ্গদর্শনের নাগপাশে আমাকে আর জড়াইবার চেষ্টা করিও না। কলম ছুঁইতে আর ভালই লাগে না। কিছুকাল সকল কাজেই ইস্তফা দিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম—কিন্তু কাজ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

—শ্রীশচন্দ্র যজুমদারকে লিখিত, [এপ্রিল ১৮০৮] ২৮ চৈত্র ১৩১৪

[চার]

এখন রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার কালানুক্রমিক বিবরণ বা বিস্তারিত একটি সূচী প্রস্তুত করা গেল। প্রতি রচনার পাশে সেটি গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ বা সমালোচনা নির্দেশ করা হল। পত্রিকায় অনেক রচনায় লেখকের নাম থাকত না। এটি তৎকালীন পত্র-পত্রিকার একটি সাধারণ রীতি। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনেও এই রীতি অননুসৃত হইয়াছিল। আমরা এখানে রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রায় সকল রচনার লেখক-নাম উদ্ধার করিছি। কবিতা বা গানের শিরোনামের সঙ্গে প্রথম ছত্রটিও উদ্ধৃত করা হয়েছে। পত্রিকায় যে-সকল গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে সেই সকল গ্রন্থ ও তৎসহ গ্রন্থ-কারের নামও সংকলিত হল। যে-সকল সমকালীন পত্র-পত্রিকা বঙ্গদর্শন কর্তৃক আলোচিত হয় সেইগুলির নাম এবং সংখ্যাও বর্তমান সূচীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ধারাবাহিক রচনাকে নির্দেশ করতে তারকাচিহ্ন ব্যবহৃত হল।

১৩০৮ থেকে ১৩১২—এই পাঁচ বৎসরের মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রে মোট ৬০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। নিম্নে ওই পাঁচটি বৎসরের বঙ্গদর্শনের কালক্রমানুসারে প্রতি সংখ্যার বিষয়সূচী ও লেখক-নাম সংগৃহীত হল।

বৈশাখ ১৩০৮। সূচনা (সম্পাদকীয়)—রবীন্দ্রনাথ, প্রার্থনা (কবিতা : শতাব্দীর সূর্য আজ রক্তমেঘ মাঝে)—রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা (প্রবন্ধ)—ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চোখের বালি (ধারাবাহিক উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ, ব্যাধি ও প্রতিকার (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বাঙলা প্রাচীন গদ্যসাহিত্য (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, বর্ধিষ্ণুরের দ্যুত-শক্তি (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ গদগুপ্ত, সাহিত্যপ্রসঙ্গে/আলোচনা : রচনাসম্বন্ধে জদবেয়ারের বচন—রবীন্দ্রনাথ, অনুবাদ : ‘ভালবেসো চিরকাল’/ Victor Hugo হইতে (কবিতা : ভালবেসো চিরকাল ভালবেসো অনুরক্ত)—জ্যোতির্বিদ্যনাথ ঠাকুর, গ্রন্থসমালোচন—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. লিপিসংগ্রহ : দদর্গাপ্রসাদ মিত্রের পত্র—বিনোদ-

বিহারী মিত্র-সংকলিত খ. ষট্চক্র ও ষট্চক্রগীতাবলী—রাখালদাস মদখোপাধ্যায়, গ. ভাষাতত্ত্ব : ভারতবর্ষীয় আর্থভাষার তত্ত্বানুশীলন—শ্রীনাথ সেন, ঘ. উমা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা (ক. ভারতী—বৈশাখ, খ. নব্যভারত—চৈত্র ১৩০৭, গ. সাহিত্য—ফাল্গুন ১৩০৭, ঘ. প্রদীপ—চৈত্র ১৩০৭, ঙ. সাহিত্য-সংহিতা—চৈত্র ১৩০৭, চ. প্রবাসী—বৈশাখ)।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, খল-রোজ্ (প্রবন্ধ)—বীরেশ্বর গোস্বামী, চোখের বালি *, জীব-কোব (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, একটি কথা (কবিতা : একখানি তরি আছে দুইজনে বাই)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, নকলের নাকাল (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, কবিচরিত (কবিতা : বাহির হইতে দেখো না অমন করে)—রবীন্দ্রনাথ, কবির বিজ্ঞান (কবিতা : আছি আমি বিস্ময়রূপে হে অন্তর-যামী)—রবীন্দ্রনাথ।

আষাঢ় ১৩০৮। সমাজভেদ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সদানন্দ (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাগর-কথা (জীবনী)—চন্দীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশের জয়বার্তা (প্রবন্ধ), জগদীশচন্দ্র বসু (কবিতা : ভারতের কোন বন্ধু ধর্ম্মের)—রবীন্দ্রনাথ, কবি-জীবনী (কবিজীবন (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, আমার কন্যার প্রতি, / Victor Hugo হইতে (কবিতা : শোন বলি বাছা ওরে)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আলোচনা (ক. হিন্দু-জাতির একনিষ্ঠতা—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে—রবীন্দ্রনাথ, গ. 'ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে—শ্রীনাথ সেন), গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. নব্য-কথা—প্রভাতকুমার মদখোপাধ্যায়, খ. পত্রাবলী—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ. স্মৃতি-মন্দির—কেশবচন্দ্র সেন, ঘ. প্রয়াস—শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ঙ. ত্রিবেণী—বঙ্কিমবিহারী দাস, চ. গ্রন্থাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা (ক. ভারতী—জ্যৈষ্ঠ, সাহিত্য—চৈত্র ১৩০৭, গ. প্রদীপ—বৈশাখ, ঘ. প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ), প্রাকৃত ও সংস্কৃত (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রাবণ ১৩০৮। জড় কি সজীব ? (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, তিন শত্রু (প্রবন্ধ)—ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, চোখের বালি *, অশোকের কালনিরূপণ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ বসু, মেঘ-দূত (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুত্ব (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বাদল-গাথা (কবিতা : বিরাম-হীন ঝরে বারিধারা)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নতুন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-প্রসঙ্গ : বেশন

* লেখকের নাম ব্যৱহার না লিখে (*) তারকাচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

কি ?—রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা : ‘আবহ’ শব্দ সম্বন্ধে—যোগেশচন্দ্র রায়, মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা (ক. সাহিত্য—বৈশাখ, খ. প্রদীপ—জ্যৈষ্ঠ)।

ভা দ্র ১৩০৮। চোখের বালি*, পাত্র নির্বাচন (প্রবন্ধ)—পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর-কথা*, কেকাধরনি (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সার সত্যের আলোচনা (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অননন্দনয় (কবিতা : ভালবাসি কি না বাসি—তুমি সদ্বায়ো না)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রাষ্ট্র ও নেশন (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসদ্বন্দ্র ত্রিবেদী, ভারতবর্ষীয় ইস্‌ফস্‌ ফেবল (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র আচার্য, আলোচনা (ক. সিদ্ধান্তবিচার—সারদা-রঞ্জন রায়, খ. মূল প্রবন্ধ লেখকের [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] মন্তব্য), গ্রন্থ-সমালোচনা (ক. স্ভাব-সঙ্গীত—হরদেব চট্টোপাধ্যায়, খ. লহরী—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ. বালিকা-কাব্য—গদরুতারণ মদখোপাধ্যায়)।

আ শ্বি ন ১৩০৮। বিরোধমূলক আদর্শ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, পল্লীর সেকাল ও একাল (প্রবন্ধ)—শিবধন বিদ্যাগর্ব, সগোত্র-বিবাহ (প্রবন্ধ)—পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চোখের বালি*, সার সত্যের আলোচনা*, আমার সম্পাদকী (প্রবন্ধ)—প্রেমবল্লভ গদগু, গীতলক্ষ্মী (কবিতা : প্রেম তুমি জন্মে জন্মে)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, অধ্যাপক বসন্ত নবাবিষ্কার (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসদ্বন্দ্র ত্রিবেদী, নিরুপরিণী/ Victor Hugo হইতে (কবিতা : নিরুপরিণী শৈল হতে ঝরে)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. নির্মলা—সুরেশচন্দ্র বক্সী, খ. মৌখিক অঙ্ক—আবিদ আলি খাঁ সংকলিত)।

কা তি ক ১৩০৮। মন্তামালা (গল্প)—নগেন্দ্রনাথ গদগু, তরল-বায়ু (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, দাবার জন্মকথা (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আরাধ্যা (কবিতা : দঃখ মন দৈন্য মম)—গিরিজানাথ মদখোপাধ্যায়, সার সত্যের আলোচনা*, চোখের বালি*, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. ক’নে বউ—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)।

অ গ্র হা য় ১৩০৮। বাঙ্গালার ইতিহাস/নবাবী আমল (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ) যতীন্দ্রভূষণ আচার্য, পল্লী পার্বণ (প্রবন্ধ)—শিবধন বিদ্যাগর্ব, বর্শাকরণ/সংক্ষিপ্ত নাট্য (নাটক)—রবীন্দ্রনাথ।

পৌ ষ ১৩০৮। চোখের বালি*, মদন-মহোৎসব (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, স্ট্যাটিস্‌টিক্স-রহস্য (রচনা), মহাকর্ষণ (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

(প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, মায়াবী প্রেম (কবিতা : হারে জ্বলন্ত প্রেম)—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সার সত্যের আলোচনা *, বাংলা ব্যাকরণ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

মা ঘ ১৩০৮। মাতা মনর (প্রবন্ধ)—উমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চোখের বালি *, কয়েকখানি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, মানসী (কবিতা : ওগো সন্দর)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালিকানন্দ (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ভারতের অধঃপতন (প্রবন্ধ)—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

ফা গুপ্ত ন ১৩০৮। চোখের বালি *, সার সত্যের আলোচনা *, বন ও বৃষ্টি (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, নিদ্রিতা (কবিতা : এতদিন সমাদরে)—হরিহরপ্রসাদ ঘোষ, প্রাচীন ভারতের ‘একঃ’ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বর্ণাশ্রমধর্ম (প্রবন্ধ)—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, উপকথা ? (কাহিনী)—ভবানীচরণ ঘোষ, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. সরমার সত্বে—‘পরিণয়কাহিনী’—প্রণেতা প্রণীত)।

চৈ ত্র ১৩০৮। বারোয়ারি-মঙ্গল (প্রবন্ধ), সার সত্যের আলোচনা *, চোখের বালি*, যাত্রা (কবিতা : এত কষ্টে এত দঃখে)—গিরিজানাথ মদখোপাধ্যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসন্দর ত্রিবেদী, ভগ্ননগরে প্রেমসন্মিলন/ Love among the ruins / রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতা হইতে (কবিতা : যেথা মন্দস্মিতা সন্ধ্যা)—শ্রী, গোড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্য/উপক্রমণিকা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কোন সন্দরীর প্রতি/ Victor Hugo হইতে (কবিতা : রমণীয় করিতেই রমণী এ ভবে)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বের বঙ্গের সামাজিক অবস্থা—চন্ডীচরণ সেন, খ. সচিত্র কোমল পাঠ প্রথম ভাগ)।

বৈ শা খ ১৩০৯। নববর্ষ (কবিতা : হে নতুন নাহি জানি)—গিরিজানাথ মদখোপাধ্যায়, পৃথিবীর উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, চোখের বালি *, রং মহল বা মোগল-বাদশাহের অস্তঃপদর (প্রবন্ধ)—বীরেশ্বর গোস্বামী, তোমার বিহনে/ Victor Hugo হইতে (কবিতা : যেমন মাধবী লতা বিনা সে তমাল)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নববর্ষ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সত্বে-দঃখে (কবিতা : যখন উঠিয়া তুমি আসিতে সোপানে)—প্রিয়ম্বদা দেবী, দঃখে-সত্বে (কবিতা : বাতাস বাঁধিতে নারি)—প্রিয়ম্বদা দেবী, হোলিপর্ব (কাহিনী), আরো একটি কথা (প্রবন্ধ)—সত্যীশচন্দ্র রায়, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. ক্ষুদ্রদ্রাম : গালগল্প : ভগ্নাংশ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ. ধর্মজীবন—জ্ঞানানন্দ রায় চতুর্ধরণ, গ. মানব-চরিত্র : সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—অবিনাশচন্দ্র বসু, ঘ. সঙ্গিনী—সরমাসন্দরী ঘোষ, ঙ. বঙ্গমঙ্গল—গ্রন্থকারের নাম নেই, চ. প্রেমলতা : সামাজিক উপন্যাস—‘স্নহলতা’-রচয়িত্রী প্রণীত)।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। নববর্ষের গান (কবিতা : হে ভারত আজি নবীন বর্ষে)—
রবীন্দ্রনাথ, গোড়ের পূর্বকাহিনী (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, চোখের বালি *, বিদ্যা-
প্রতি-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—যদুনাথ চক্রবর্তী, আয় দঃখ আয় (কবিতা : আয় দঃখ আয়)—
গিরিজাপ্রসন্ন মদখোপাধ্যায়, ভারতে আন্দালী (প্রবন্ধ)—সখারাম গণেশ দেউস্কর,
জামাই-ষষ্ঠী (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায়
(ক. রেজেন্সটারী-দর্পন—অনন্দেরূপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, খ. যদুগল-প্রদীপ : উপ-
ন্যাস—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘ. গান—বিহারীলাল সরকার)।

আষাঢ় ১৩০৯। বিদেশী বন্ধ (কাহিনী)—সতীশচন্দ্র রায়, খেলা (কবিতা : প্রেম
যদি হ'ত ভাল হ'ত তবে)—প্রিয়ম্বদা দেবী, নব বিকাশ (কবিতা : যেদিন ফরাবে কাল—
প্রিয়ম্বদা দেবী, চোখের বালি*, পঞ্চগোড়েশ্বর জয়ন্ত (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,
ব্রাহ্মণ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, হাতেম তাই Wdwin Arnold হইতে (কবিতা : হাতেম
তায়ের এই অপূর্ব আখ্যান)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [কবিতার শেষে তারকা চিহ্ন দিয়ে
পাদটীকায় সম্পাদক—রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, “এই কবিতাটি পাঠ করিলেই বদ্বা যাইবে,
টেনিসন তাঁহার The Falcon নামক ক্ষুদ্র নাটিকার আখ্যানটি কোথা হইতে সংগ্রহ
করিয়াছিলেন। সম্পাদক”], চীনেম্যানের চিঠি (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ (কবিতা :
কখনো বলিনি যাহা)—গিরিজানাথ মদখোপাধ্যায়, তুলনা (কবিতা : তুমি দিয়েছিলে নারী)
—গিরিজানাথ মদখোপাধ্যায়, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. বদ্ববদ—
বিপিনবিহারী চক্রবর্তী)।

শ্রাবণ ১৩০৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, স্কুলের স্মৃতি (প্রবন্ধ)—
যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, চোখের বালি *, সার সত্যের আলোচনা *, দান (কবিতা :
যেদিন প্রথম সেই কর্তাদিন হল)—প্রিয়ম্বদা দেবী, বিপরীত (কবিতা : যবে মোরা অতি
শিশু)—প্রিয়ম্বদা দেবী, বন্ধন লেশ (কবিতা : দেখ সখা, কেশপ্রান্ত গরু ছ থরে থরে)—
প্রিয়ম্বদা দেবী, অভীষ্ট (কবিতা : তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল নাক মতি)—প্রিয়ম্বদা
দেবী, পঞ্চলাল-নরপাল (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখো-
পাধ্যায় (ক. যদুবতী-জীবন—বিপ্রদাস মদখোপাধ্যায়, খ. রত্নযদুগল—জয়গোপাল
গোস্বামী)।

ভাদ্র ১৩০৯। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি *, যবন
(প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মরণ (কবিতা : অত চর্চাপি চর্চাপ কেন কথা কও)—রবীন্দ্র-
নাথ, সার সত্যের আলোচনা *, সম্ভব (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

আশ্বিন ১৩০৯। বাজে কথা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, শকুন্তলা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, শব্দ-সম্বন্ধ (কবিতা : শব্দন্য ছিল মন)—রবীন্দ্রনাথ, বোগদাদে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক (প্রবন্ধ)—‘অধ্যাপক’, শেষ দেখা (কবিতা : অন্তিম দিনেতে যবে)—প্রিয়ম্বদা দেবী, সার সত্যের আলোচনা *, শব্দভঙ্গ (কবিতা : আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন)—প্রিয়ম্বদা দেবী, রাজতরঙ্গিনী (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দরবলের অপরাধ (কবিতা : প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার), চোখের বালি *, বিসর্জন (কবিতা : শব্দ এইটুকু সদ্য অতি সদ্যকুমার—প্রিয়ম্বদা দেবী, প্যারাসেলসাস (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র রায়, অবকাশ (কবিতা : আজ করিব না আমি মান-অভিমান)—প্রিয়ম্বদা দেবী, আলোচনা : দর্ভিক্ষের মূল কারণ, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মল্লখোপাধ্যায় (ক. লীয়ার—যতীন্দ্রমোহন ঘোষ অনূদিত, খ. পঞ্চ-পদ্য বা উপন্যাসগদ্য—হরিসাধন মল্লখোপাধ্যায়)।

কার্তিক ১৩০৯। মাইল (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সদ্য-দঃখ (কবিতা : সদ্য যদি দেওয়া যেত গাঁথিয়া অঞ্জলি)—প্রিয়ম্বদা দেবী, প্যারাসেলসাস *, জাগরণ (কবিতা : চিরদিন আছি আমি তব মখে চাহি)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সার সত্যের আলোচনা *, কল্পনা-সম্বল (কবিতা : ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা কালো মেঘে)—প্রিয়ম্বদা দেবী, চোখের বালি * [সমাপ্ত], ব্যাকরণ (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজ্ঞাত দান (কবিতা : কবে এসে ভেসে গেলে ছায়ার মতন)—প্রিয়ম্বদা দেবী, অতৃপ্তি (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাণী ও উদ্ভিদ (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, মন্দ্র (সমালোচনা)—রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা : রাষ্ট্র-নীতি ও ধর্ম-নীতি, দ্বিধা (কবিতা : তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আরবার)—প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রশ্ন : দ্রাবিড় সভ্যতা—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মল্লখোপাধ্যায় (ক. সঙ্গীত-মুকুন্দ-নীতিবিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)।

অগ্রহায়ণ ১৩০৯। মরু পাখীর গান (কবিতা : আজিকে গহন কালিমা লেগেছে)—রবীন্দ্রনাথ, পরনিন্দা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, অমৃত ও মৃত (প্রবন্ধ)—যোগেন্দ্র-কুমার চট্টোপাধ্যায়, দরভাগা (কবিতা : পথের পথিক করেছে আমায়)—রবীন্দ্রনাথ, সার সত্যের আলোচনা *, প্রতীক্ষা (কবিতা : প্রেম এসেছিল)—রবীন্দ্রনাথ, নাস্পাতির গান/ফরাসী লেখক পোল-ফেবাল হইতে (গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথিক (কবিতা : আলো নাই দিন শেষ হ’ল)—রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশভক্তি (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষ কথা (কবিতা : তখন নিশীথ রাত্রি)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন ভারতের ব্যাপ্তি (প্রবন্ধ)—‘অধ্যাপক’, প্রার্থনা (কবিতা : আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই)—রবীন্দ্রনাথ, আহ্বান (কবিতা : ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে)—রবীন্দ্রনাথ, পরিচয় (কবিতা : যত কাল কাছে ছিলে)—রবীন্দ্রনাথ, মিলন (কবিতা : মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা সনে)—রবীন্দ্রনাথ।

পৌ.ষ ১৩০৯। স্বদেশ (কবিতা : হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি)—রবীন্দ্রনাথ, রঙ্গমঞ্চ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, যম্যতি-কেশরী (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নারী (কবিতা : সাদ হুয়েছে রণ)—রবীন্দ্রনাথ, সার সত্যের আলোচনা *, বিশ্ব-দোল (কবিতা : চিরকাল এ কি লীলা গো)—রবীন্দ্রনাথ, মহাকাব্যের লক্ষণ (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সংপাত্র (গল্প), চিরদিন/ফরাসী কবি কস্‌পে হইতে (কবিতা : মাথাটি রাখিয়া মোর বদকের উপরে)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিতীয় সংস্করণ (সমালোচনা)—সতীশচন্দ্র রায়, পাদ্রির কঙ্কাল/ফরাসী লেখক গ্যাব্রিয়েল মার্ক হইতে (গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতৃপ্ত (কবিতা : ঘেরিয়া রয়েছে প্রেম আমারে নিম্নত)—প্রিয়ম্বদা দেবী, সার্থকতা (কবিতা : সেই মোর প্রিয়জনে কত ভালবাসা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, অশ্রান্ত (কবিতা : দিন আসে দিন যায় চঞ্চল চরণ)—প্রিয়ম্বদা দেবী, কৃতজ্ঞতা (কবিতা : ভালবেসেছিলে যারে সে জন তোমার)—প্রিয়ম্বদা দেবী।

মা.ঘ ১৩০৯। পনেরো-আনা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু রসায়নের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র রায়, ধর্মের সরল আদর্শ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সম্রাটের প্রতিশোধ/ফরাসী লেখক চার্ল-গলেট হইতে (গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল্মীকি ও কৃতিবাস (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, সার সত্যের আলোচনা *, লক্ষ্মী-সরস্বতী (কবিতা : হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপদ)—রবীন্দ্রনাথ, কথা (কবিতা : তোমার সকল কথা বল নাই)—রবীন্দ্রনাথ, নবপরিণয় (কবিতা : মৃত্যুর নেপথ্য হতে)—রবীন্দ্রনাথ, পূর্ণতা (কবিতা : আপনার মাঝে আমি)—রবীন্দ্রনাথ, সার্থকতা (কবিতা : তুমি মোর জীবনের মাঝে)—রবীন্দ্রনাথ, সপ্তয় (কবিতা : দেখিলাম খানকয় পরাতন চিঠি)—রবীন্দ্রনাথ, রচনা (কবিতা : এ সংসারে একদিন নববধূবেশে)—রবীন্দ্রনাথ, সম্মান (কবিতা : স্বপ্ন-আয়ত এ জীবনে)—রবীন্দ্রনাথ, অশোক (কবিতা : বজ্রকথা বর্ষণে আনে অগ্রসরি)—রবীন্দ্রনাথ, জীবনলক্ষ্মী (কবিতা : সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী)—রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেবের পাখী/ফরাসী কবি কস্‌পে হইতে (কবিতা : লভিল সান্ত্বনা যবে)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখ-দঃখ (কবিতা : উভয়ে সমান মম সখ-দঃখ আর)—প্রিয়ম্বদা দেবী, সঙ্গী (কবিতা : হে দঃখ আমাকে তুমি তিলেকের তরে)—প্রিয়ম্বদা দেবী।

ফা.গ.ন ১৩০৯। জাগরণ (কবিতা : জাগরে জাগরে চিত্ত জাগরে)—রবীন্দ্রনাথ, শিবপূজা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বসন্ত (কবিতা : পাগল বসন্তদিন)—রবীন্দ্রনাথ, চীন-কাহিনী/দেব-দেবী (প্রবন্ধ)—শ্রীঃ, উৎসব (কবিতা : এস বসন্ত এস)—রবীন্দ্রনাথ, প্রেম (কবিতা : বহুরে যা এক করে) রবীন্দ্রনাথ, সার সত্যের আলোচনা *, পূজা (কবিতা : আজিকে তুমি ঘরমাও)—রবীন্দ্রনাথ, রাজা গণেশ (প্রবন্ধ)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যাদীপ (কবিতা : জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো)—রবীন্দ্রনাথ,

গোধূলি (কবিতা : গোধূলি নিঃশব্দে আসি)—রবীন্দ্রনাথ, বাঁচবার তৃষ্ণা/ফরাসী লেখক ইউজেন মরে হইতে (গল্প)—জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুর, সম্ভাগ (কবিতা : ভাল তুমি বেসেছিলে)—রবীন্দ্রনাথ, দর্পহরণ (রসরচনা)—হরিশ্চন্দ্র হালদার ও নিবারণী দেবী, দৈবতরহস্য (কবিতা : যে ভাবে রমণীরূপে)—রবীন্দ্রনাথ, স্বপ্ন (কবিতা : স্মৃতি আর স্বপ্ন দুই ছায়া সহচর)—প্রিয়ম্বদা দেবী, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. ভারতবর্ষের ইতিহাস—হরিকৃষ্ণ মজুমদার)।

চৈত্র ১৩০৯। শিবপূজা *, বসন্ত যাপন (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বরগাতলা (কবিতা : আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা)—রবীন্দ্রনাথ, অভিজ্ঞানশকুন্তলের অঙ্কান্তগত কালবিশ্লেষণ (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ সেন, জনশূন্য পৃথিবী (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র রায়, ভ্রম (কবিতা : গেছে সারা দীর্ঘদিন)—প্রিয়ম্বদা দেবী, হতাশ (কবিতা : আজিকে সান্ত্বনা আর নাহিক কোথায়)—প্রিয়ম্বদা দেবী, আচার্য বসন্ত আর একটি আবিষ্কার (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, বেলচি-মদলক (প্রবন্ধ)—ধর্মানন্দ মহাভারতী, সার সত্যের আলোচনা *, মাল্যদান (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ, সন্ধ্যার একটি সুর (কবিতা : কোথা তব সন্দেরে মিশেছে করুণ)—‘শ্রীঃ’।

বৈশাখ ১৩১০। ভোরের পাখী (কবিতা : ভোরের পাখী ডাকে কোথায়)—রবীন্দ্রনাথ, রাজকটক (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, অশোকের অনরশাসন (প্রবন্ধ)—‘অধ্যাপক শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম’, চৈত্রের গান (কবিতা : ওরে আমার কর্মহারা)—রবীন্দ্রনাথ, দ্বর্ভল (কবিতা : রে দ্বর্ভল, বদ্বিয়াছি হৃদয়ের কথা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, অনন্যতাপিনী সন্ন্যাসিনী/ফরাসী লেখক ইউজেন্ ডোরিয়াক হইতে—জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুর, বরেন্দ্র-ভূমির প্রাচীন বিবরণ (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণচরণ মজুমদার, প্রয়াণ (কবিতা : চাহিয়া ও মদ্য পানে—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নৌকাডুবি (ধারাবাহিক উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ, সার সত্যের আলোচনা *, রাজকন্যা (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র রায়, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. সমাজ-তত্ত্ব—পূর্ণচন্দ্র বসন্ত)।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। নৌকাডুবি *, সন্ধ্যা (কবিতা : আমার খোলা জানালাতে)—রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণুমাহাত্ম্য (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দরয়ো-রাণী (কবিতা : ঘুটে কুড়াইয়া পথে ঝাড়ু দিয়া)—সতীশচন্দ্র রায়, বাজে খরচ (প্রবন্ধ)—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, যাত্রিণী (কবিতা : মন্ত্রে সে যে পড়ত)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যকল্পনা (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ইচ্ছা (প্রবন্ধ)—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, চীন-কাহিনী *, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায়, (ক. সোনার কমল/উপন্যাস—দামোদর মদখোপাধ্যায়, খ. আমিষে প্রসার প্রথম খণ্ড—কস্যাচৎ পরিব্রাজকস্য, গ.

পাক-প্রণালী—বিপ্রদাস মদখোপাধ্যায়, ঘ. মিণ্টাঙ্গ পাক প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—বিপ্রদাস মদখোপাধ্যায়, ঙ. রামদাস-গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ/ঐতিহাসিক রহস্য—রামদাস সেন, চ. মজার কথা—দীনেন্দ্রকুমার রায়)।

আ ষা ঢ ১৩১০। গ্রাম (কবিতা : আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে)—রবীন্দ্রনাথ, ভরত (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, মচ্ছকটিক (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নৌকাডুবি *, স্বপ্নতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—তারকাচন্দ্র রায়, মেঘোদয়ে (কবিতা : দেখ চেয়ে গিরির শিরে)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন জব্বলপুর প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—মম্বথনাথ দে, বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন (কবিতা : এক রাতে দেখিন স্বপন)—সুকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার/জীবনবৃত্ত (সমালোচনা)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সার সত্যের আলোচনা *, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. নিরদ-নীরজা—সতীশচন্দ্র মদখোপাধ্যায়, খ. নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—দীনেন্দ্রকুমার রায়, গ. রঞ্জিনী—সরমাসুন্দরী ঘোষ, ঘ. হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র—বিশ্ববিন্দক রায়, ঙ. জলধর সেন)।

শ্রা ব ণ ১৩০১। নৌকাডুবি *, সীতা (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, সাগরমহন (কবিতা : হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতোছি মনে)—রবীন্দ্রনাথ, শশানতলা (রচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, আজিকার ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিমালয় (কবিতা : হে নিম্নতম গিরিরাজ)—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষান্ত (কবিতা : ক্ষান্ত করিয়াছি তুমি আপনারে)—রবীন্দ্রনাথ, শিলালিপি (কবিতা : হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা)—রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চিতবাণী (কবিতা : ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন আর্মেনীয় হিন্দু উপনিবেশ (প্রবন্ধ)—রমেশচন্দ্র বসু, অনুবাদ (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. নারীধর্ম—নগেন্দ্র-বালা সরস্বতী), হেমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায়।

ভা দ্র ১৩১০। নৌকাডুবি *, চিঠি (কবিতা : না জানি কারে দেখিয়াছি)—রবীন্দ্রনাথ, লক্ষ্য (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, আজিকার ভারতবর্ষ/ইংরাজের শাসনপদ্ধতি (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরকুণ্ড (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, অপূর্ব মিলন (কবিতা : কাছে যতদিন থাক ততদিন)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বক্তৃয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয় (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সার সত্যের আলোচনা *, শিশু (কবিতা : তোমার কটিতটের ধটি)—রবীন্দ্রনাথ, ঘৃষাঘৃষি (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী (কবিতা : সন্তোষ সারথি হয়ে)—সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

আ শ্ব ন ১৩১০। ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি *, কৌশল্যা (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, আমাদের নিবাস (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র রায়, সাহিত্য-সমালোচনা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, আবাহন (কবিতা : জাগিয়া উঠেছে এ প্রাণের মাঝে)—

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মেঘচ্ছবি (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র রায়, অতিপ্রাকৃত (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসদস্যর ত্রিবেদী।

কা তি ক ১৩১০। নৌকাডুবি *, দৃষ্টিভঙ্গ/কৃত্রিম চক্ষু (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, সাহিত্যের সামগ্রী (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, এমার্সন (প্রবন্ধ)—‘শ্রীঃ’, আজিকার ভারত-বর্ষ/জাতীয় আন্দোলন (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার সত্যের আলোচনা *, বস্ত্র-য়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় *, আশ্রয় (কবিতা : শব্দ নিদরে শব্দ নি কাছে)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চাক্‌চন্দা (প্রবন্ধ)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

অ গ্র হা য় ১৩১০। নৌকাডুবি *, সাহিত্যের তাৎপর্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বস্ত্রয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় *, সার সত্যের আলোচনা *, আচার্য বসন্ত আবিষ্কার (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, রামচরিত (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, আমাদের ভারী অবতার (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন।

পৌ ষ ১৩১০। নৌকাডুবি *, মন্দিরের কথা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, শ্রমণ (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, থিয়েটার (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনাথ গদগু, বদলাই (কবিতা : কোথা হতে পেলি তুই এই রূপরাশি)—দেবেন্দ্রনাথ সেন, ক্ষীরের পদতুল (সমালোচনা)—দীনেশচন্দ্র সেন, সার সত্যের আলোচনা *, গ্রন্থ-সামলোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. শান্তিলতা : উপন্যাস—উমেশচন্দ্র গদগু, খ. কলিনা : পার্বতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস—হেমচন্দ্র মিত্র)।

মা য় ১৩১০। সাহিত্যের আদর্শ (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, চন্ডালী (কবিতা : হায় মা, একি মা)—সতীশচন্দ্র রায়, সার সত্যের আলোচনা *, নৌকাডুবি *, মস্তিষ্ক (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নারী (কবিতা : উষার কিরণপাতে হেরি)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গ্রন্থ-সমালোচনা চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. উত্থান—শ্রী—কাব্যানন্দ, খ. স্নেহময়ী—সরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, গ. হত্যাকারী কে ? : উপন্যাস—পাঁচকড়ি দে)।

ফা ল্গদ ন ১৩১০। ধর্মপ্রচার (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, হে বিপদ এস (কবিতা : হে বিপদ, এস)—দেবেন্দ্রনাথ সেন, গণেশ পূজা (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসদস্যর ত্রিবেদী, নৌকাডুবি *, মনদ্যুত (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গমঙ্গল/খন্ড কাব্য (কবিতা : অর্জন করিতে যশ, কর্জন সদজন)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সার সত্যের আলোচনা *, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. জননী-জীবন—বিপ্রদাস মদখোপাধ্যায়, খ. অশ্রুধারা—অনন্দকূলচন্দ্র মদখোপাধ্যায়)।

চৈত্র ১৩১০। নৌকাডুবি *, বন্ধন (কবিতা : সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে)—দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার সত্যের আলোচনা *, রামায়ণ ও সমাজ (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় (প্রবন্ধ)—[রচনার মধ্যে নানা ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এটি সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের লেখা। এটি অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে পদমর্দিত হয়নি], তাজমহল (কবিতা : মর্মকবর নহে নহে কভু নহে)—সতীশচন্দ্র রায়, আগ্রা প্রান্তরে (কবিতা : ছিন্নপাখা মৈনাকের মত চারিধার)—সতীশচন্দ্র রায়, গণেশের পূজা (আলোচনা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গণেশ প্রসঙ্গ (আলোচনা)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. স্বর্গধর্ম—অমৃতলাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত)।

বৈশাখ ১৩১১। বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ গদগুপ্ত, গীতার কাল নির্ণয় (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আজি (কবিতা : আজি পূর্ণ হ'ত যদি আজিকারি মাঝে)—সতীশচন্দ্র রায়, স্মৃতিমন্দির (প্রবন্ধ)—জগদীন্দ্রনাথ রায়, নিশী-থিনী (কবিতা : সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি)—সতীশচন্দ্র রায়, হনুমান (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, নৌকাডুবি *, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. কর্মক্ষেত্র—দামোদর মদখোপাধ্যায়)।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নৌকা-ডুবি *, সাময়িক প্রসঙ্গ/বঙ্গপ্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ গদগুপ্ত, সাহিত্যপ্রসঙ্গ/ক. ইসলামের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, খ. ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, মাধবী (কবিতা : আরম্ভিল আবাহন অর্ঘ্য-ভার বহিয়া অটবী)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বসু, গ্রন্থ-সমালোচনা—চন্দ্রশেখর মদখোপাধ্যায় (ক. অপূর্ব কাহিনী : উপন্যাস—রাধানাথ মিত্র অনূদিত, খ. ভাষা-প্রবন্ধ—কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য, গ. History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of the Nil Durpan case Compiled by Lalit Chandra Mitra.)

শ্রাবণ ১৩১১। গুরুদক্ষিণা (সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত সমালোচনা)—রবীন্দ্রনাথ [এই সর্বত্র রচনাটি অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে বা তাঁর রচনা-বলীর মধ্যে সংকলিত হয়নি], সার সত্যের আলোচনা *, নৌকাডুবি *, ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্য *, গৌতমমুণি ও ন্যায়দর্শন (প্রবন্ধ)—কালীবর বেদান্তবাগীশ, পাগল (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নমস্কার (গান : যে কেহ মোরে দিয়েছে সত্য)—রবীন্দ্রনাথ, সাময়িক প্রসঙ্গ/

দেশের কথা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, পদ্যসিংহ (কবিতা : অক্ষকীড়াঘটায় ব্রীড়া কি যে তা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, আমি সে জানি (গান : তুমি যে আমারে চাও)—রবীন্দ্রনাথ, বংশীধ্বনি (গান : কি সরস বাজে আমার প্রাণে)—রবীন্দ্রনাথ।

ভা দ্র ১৩১১ । গীতার দর্শন (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্সিকা দ্বীপের একটি গল্প/অনুবাদ (গল্প)—সরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি * ।

আ শ্বি ন ১৩১১ । তপস্যা (প্রবন্ধ)—যতীন্দ্রমোহন সিংহ, খড়্গা মহাশয় (গল্প)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জীবন/বৃদ্ধের চিকিৎসক (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সার সত্যের আলোচনা *, ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ (রচনা)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, শিবাজি-উৎসব (কবিতা : কোন দূর শতাব্দের)—রবীন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি *, শব্দযাত্রা (কবিতা : শব্দ হেমন্তের রাত্রি অবসান প্রায়)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কা তি ক ১৩১১ । নৌকাডুবি *, যাত্রা ও থিয়েটার (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণের রচনাকাল (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সংঘম (প্রবন্ধ)—যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ/ত্রিভুজুর রাজ্যে *, পূজার পোষাক (গল্প)—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হিন্দুদর্শন (প্রবন্ধ)—চন্দ্রশেখর বসু, কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া (কবিতা : কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া)—গোপালকৃষ্ণ।

অ গ্র হা য় ১৩১১ । নৌকাডুবি *, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সংকলন (প্রবন্ধ)—শিবনাথ শাস্ত্রী, লক্ষ্মী সরস্বতী (কবিতা : অগ্নি লক্ষ্মী ! নিশারূপে)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ত্রিভুজুর-রাজ্যে *, রেডিওম (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, ব্রাহ্মণ (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সার সত্যের আলোচনা *, বড়োদারাজ গায়কবাড় (কবিতা : বঙ্গজননী-মন্দিরাজন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে)—রবীন্দ্রনাথ।

পৌ ষ ১৩১১ । নৌকাডুবি *, রামায়ণের রচনাকাল *, মর্ত্ত্তিবিষয়ে রামানন্দ-স্বামীর উপদেশ (প্রবন্ধ)—কালীবর বেদান্তবাগীশ, ত্রিভুজুর *, বিবাহযাত্রী/ছবি (কবিতা : দেখলাম একটা যাচ্ছে বিয়ে)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দিল্লির শিল্প প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সার সত্যের আলোচনা *, প্রকৃতির প্রতি (কবিতা : কোন দূর দেশ হতে আঁধার জগতে)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মা ষ ১৩১১ । সংস্কৃত সাহিত্যে সামাজিক চিত্র (প্রবন্ধ)—শিবনাথ শাস্ত্রী, বাচ্ছা-চর/অনুবাদ (গল্প)—সরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিম ধর্মভাব ও যোগের অঙ্কুর (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, উৎসবের দিন (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, ত্রিভুজুর *, সার সত্যের আলোচনা *, নৌকাডুবি *, পথে (কবিতা : তখন তরুণী উষা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

ফাল্গুন ১৩১১। রাজা রামমোহন রায় (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন, নৌকা-ডুবি *, রামায়ণের রচনাকাল *, প্রার্থনা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নবজীবনের আদর্শ (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল।

চৈত্র ১৩১১। নৌকাডুবি *, ত্রিভঙ্কুর *, জয়সঙ্গীত (কবিতা : শতাব্দীর দীপ্ত-সূর্য এইবার)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রঘুবংশ (প্রবন্ধ)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশীয় মদ্য (প্রবন্ধ)—যোগেশচন্দ্র রায়, সফলতার সদপায় (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, এপার-ওপার (কবিতা : আমি এপারে তীরে, তুমি ওপারের)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বৈশাখ ১৩১২। নৌকাডুবি *, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য মহাশয় (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রঘুবংশ ও পদ্মপরাণ (আলোচনা)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রঘুবংশ/মূল প্রবললেখকের বক্তব্য (আলোচনা)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিভঙ্কুর *, প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। নৌকাডুবি *, রামায়ণের রচনাকাল *, যদুগলক্ষেত্র (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, ত্রিভঙ্কুর *, অনন্সবার ও বিসর্গ (প্রবন্ধ)—শ্রীনাথ সেন, গোয়ালিখন্দ (রচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ধর্মপদং (সমালোচনা)—রবীন্দ্রনাথ।

আষাঢ় ১৩১২। নৌকাডুবি * [সমাপ্ত], ঈশ-সিং (প্রবন্ধ)—‘অধ্যাপক’, পৃথিবী ও সূর্যের তাপ (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, আমাদের ধর্মশাস্ত্র (প্রবন্ধ)—বিধুশেখর শাস্ত্রী, ত্রিভঙ্কুর *, নবজীবনের আদর্শ *, উপাধিব্যাধি (প্রবন্ধ)—মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শেষ খেয়া (কবিতা : দিনের শেষে ঘরের দেশে)—রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন রচনা ও পার্শ্বাঙ্গির আদর্শ (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যদুগলমূর্তি (কবিতা : আমি বসুন্ধরে)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

শ্রাবণ ১৩১২। দেশীয় রাজ্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্য (প্রবন্ধ)—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, গাহেলী ও মতিরাম (রচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্য ও ব্যাকরণ (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ত্রিভঙ্কুর *, মহেশ্বর (প্রবন্ধ)—হরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমারসম্ভব/তপঃফলোদয় (কবিতা : এরূপে চোখের পরে)—বিহারীলাল গোস্বামী।

ভাদ্র ১৩১২। ঘাটের কথা (কবিতা : ওরা চলেছে দীর্ঘির ধারে)—রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণের রচনাকাল *, রায়গৃহিণী (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, কুমারসম্ভব *, ‘অক্ষয়-কুমার দত্তের কথা (প্রবন্ধ)—সারদাচরণ মিত্র, ব্রতধারণ (প্রবন্ধ)—[‘কোন স্ত্রী সমাজে’

জনৈক মহিলা কতক পঠিত।”]—রবীন্দ্রনাথ, ত্রিবিক্রুর *, পদরাগ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আ শ্বি ন ১৩১২। সোনার বাংলা (গান : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি)—রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণের রচনাকাল *, আর্ট কাহাকে বলে ? (প্রবন্ধ)—‘শ্রী’, ত্রিবিক্রুর ও কোচিন *, আগমন (কবিতা : তখন রাত্রি অঁধার হল)—রবীন্দ্রনাথ, রাজা ও প্রজা (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, দর্ভাগ্য (কবিতা : তোমার এ পদ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে)—দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবস্থা ও ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, প্রেমের কামনা (কবিতা : আমি ত বড়ি না তারে কেন ভালবাসি)—গিরিজানাথ মল্লখোপাধ্যায়, দেশের মাটি (গান : ও আমার দেশের মাটি)—রবীন্দ্রনাথ।

কা তি ক ১৩১২। বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, নতুন গল্পমশায় (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সিংহ, কোচিন * জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্রপাল, মর্মচ্ছেদ (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হবেই হবে (গান : নিশিদিন ভরসা রাখিস)—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিধা (গান : বন্ধ বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি)—রবীন্দ্রনাথ, অভয় (গান : আমি ভয় করব না ভয় করব না)—রবীন্দ্রনাথ, ১. স্বদেশ (কবিতা : বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা), ২. ব্রত (কবিতা : ওগো বঙ্গ কুলাঙ্গনা), ৩. ভিখারী (কবিতা : সর্বদা বিভূতি-মাখা কণ্ঠে ভিক্ষা ঝড়লি), ৪. উপনয়ন (কবিতা : আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল), ৫. আশ্রয়গিরি (কবিতা : গভীর অতলস্পর্শ হৃদয়ের গভীর তলে), ৬. প্রলয় (কবিতা : কতদিন বল আর রাখিব সম্বর), ৭. বঙ্গ বিভাগে (কবিতা : বাজার শাণিত খড়া নিষ্ঠুর আঘাতে)—‘শ্রী’, রাখি-বন্ধুদের উৎসব (সম্পাদকীয় মন্তব্য), অনন্যতা (কবিতা : তোমারে বরণ করি)—গিরিজানাথ মল্লখোপাধ্যায়, রথ (কবিতা : কাননের কোলে শ্যামল কোমল পথটি)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিজয়া-সম্মিলন (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

অ গ্র হা য় গ ১৩১২। বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা *, মাম্বাবাদ (প্রবন্ধ)—‘শ্রী’, কারু-দাস (রচনা)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দর্গোৎসব (প্রবন্ধ)—বিধুশেখর শাস্ত্রী, শব্দভঙ্গ (কবিতা : ওগো মা, রাজার দল্লাল, যাবে আজি মোর)—রবীন্দ্রনাথ, ত্যাগ (কবিতা : ওগো মা, রাজার দল্লাল গেল চলি মোর)—রবীন্দ্রনাথ, কোচিন *, স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দান (কবিতা : ভেবেছিলাম চেয়ে নেব)—রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু (প্রবন্ধ)—সারদাচরণ মিত্র, রামায়ণের রচনাকাল *, তীর্থযাত্রী (কবিতা : হে অদৃশ্য হে সদৃশ)—প্রিয়ম্বদা দেবী।

পৌষ ১৩১২। ঈশ্বর ও পূর্বমীমাংসা (প্রবন্ধ)—বিধুশেখর শাস্ত্রী, নবজীবন (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে (প্রবন্ধ)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মরুভূমি (কবিতা : ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি)—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত-কথা (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অজবিলাপ (কবিতা : মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া), উগাদি-তত্ত্ব (প্রবন্ধ)—প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য, প্রেমের স্বরূপ (কবিতা : আঁখির পিপাসা যদি প্রেম হ'ত কভু)—গিরিজানাথ মল্লখোপাধ্যায়।

মাঘ ১৩১২। বিদ্যা এবং জ্ঞান (প্রবন্ধ)—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতে *, উৎসব (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ, একটি কুন্দের প্রতি (কবিতা : অগ্নি কুন্দ। আজিকে এ হিমালয়ের স্তবধ সন্ধ্যাক্ষণে)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দঃখমূর্তি (কবিতা : দঃখের বেশে এসেছ বলে)—রবীন্দ্রনাথ, তুলার চাষ (প্রবন্ধ)—দেবেন্দ্র মল্লখোপাধ্যায়, বালিকা বধূ (কবিতা : ওগো বর, ওগো বধূ)—রবীন্দ্রনাথ, ভীমচল-হা (গল্প)—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—প্রভাতকুমার মল্লখোপাধ্যায় (ক. লীলাবসান—জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য)।

ফাল্গুন ১৩১২। বিদ্যা এবং জ্ঞান *, সম্ভাবের অন্তরায় (প্রবন্ধ)—মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (প্রবন্ধ)—‘শ্রী র.ম’, লীলা (কবিতা : আমি শরৎ শেষের মেঘের মত)—রবীন্দ্রনাথ, সাধ (কবিতা : দীর্ঘরাত্রি শেষে যাপি প্রথম প্রভাতে)—প্রিয়ম্বদা দেবী, ভারতবর্ষীয় জীবনকাল/আর্য্য নির্বোধিতার লিখিত (প্রবন্ধ)—‘শ্রী অঃ’, অনাহত (কবিতা : দাঁড়িয়ে আছে আধেকখোলা)—রবীন্দ্রনাথ, জন্মান্তরবাদ এবং অলৌকিক-শক্তি-পিপাসা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দোল (কবিতা : মানব মনের নিভৃত কুঞ্জে)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ইলেকট্রন (প্রবন্ধ)—জগদানন্দ রায়, প্রত্যাবর্তন (কবিতা : আমি এসেছি আবার)—গিরিজানাথ মল্লখোপাধ্যায়, দর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে*।

চৈত্র ১৩১২। সোনার বাংলা (প্রবন্ধ)—নিখিলনাথ রায়, দর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে *, অহল্যা বাইয়ের পোষ্যপুত্র (রচনা) [রচনার শিরোনামে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখা, “স্বামি বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্তৃক হিন্দিতে রচিত। শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন কর্তৃক অনূদিত।]—‘শ্রীঃ’, পালকী-বেহারার গান (কবিতা : মোরা মন্দ মন্দ মন্দ তা’রে) [কবিতার শিরোনামে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখা, “হাইদ্রাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর রচিত ইংরেজী কবিতা হইতে অনূদিত।”], স্বদেশী বা পেট্রিটিজম (প্রবন্ধ)—‘শ্রীঃ’, রাজপ্রসাদ (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন গদগুপ্ত, অক্ষর (প্রবন্ধ)—শ্রীনাথ সেন, রূপান্তর (কবিতা : বসন্ত আবেগ শান্ত প্রান্তরের পরে)—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁতের কথা (প্রবন্ধ)—বামাচরণ বসু।

[পাঁচ]

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখের বঙ্গদর্শনে পাঠকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি 'নিবেদন' মুদ্রিত হয়। সেই 'নিবেদন'টি অদ্যাবধি কোথাও সংগৃহীত বা পুনর্মুদ্রিত হয়নি। আমাদের প্রবন্ধের পরিশেষে সেটি সংকলিত হল :

নবপঞ্চায় বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসরকাল চালনা করিয়া বর্তমান বৎসরে আমি সম্পাদকপদ হইতে নিষ্কৃতি গ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচ বৎসর নানা দৃশ্য-দৃষ্টিনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রাম-প্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনকালের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়া আমাকে অবসরদান করিবেন। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৩।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।